

ইন্টারনেটে সাহসী হও

স্মার্ট

অনলাইনে স্মার্ট হওয়ার জন্য পরামর্শ



পরামর্শ ১

বাস্তবের মতো অনলাইনেও নিজের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বজায় রাখো।

মনে রাখবে যে তোমার সম্পর্কে বা তোমার ফটো, মন্তব্য বা মেসেজের মতো কিছু অনলাইনে পোস্ট করার পরে সেগুলি চিরদিন সেখানেই থেকে যায়।

পরামর্শ ২

পোস্ট করার আগে ভাবো।

কখন একদমই পোস্ট করা – কারও পোস্ট, ফটো বা মন্তব্যের উপর প্রতিক্রিয়া জানানো, সত্যি নাও হতে পারে এমন কিছু শেয়ার করা উচিত নয় তা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

পরামর্শ ৩

তোমার গোপনীয়তাকে সুরক্ষিত রাখো।

অপরিচিত ব্যক্তির সাথে তোমার ঠিকানা, ইমেল, ফোন নম্বর, পাসওয়ার্ড, ইউজার নেম বা স্কুলের ডকুমেন্ট শেয়ার করো না।

পরামর্শ ৪

তুমি যেভাবে ভাবছো অনলাইনে তোমাকে সবাই সেভাবেই দেখবেন সেটি ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

বিভিন্ন লোকজন একই তথ্য থেকে বিভিন্ন ধারণা তৈরি করতে পারেন।

পরামর্শ ৫

অন্যদের গোপনীয়তা সংক্রান্ত অভিরুচিকে সম্মান জানানো উচিত, তুমি সেগুলি বেছে না নিলেও করা উচিত।

অনলাইন বা অফলাইন, যেকোনও জায়গাতেই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রতিক্রিয়ায় তারতম্য হতে পারে।

ইন্টারনেটে সাহসী হও

শক্তিশালী

অনলাইনে শক্তিশালী হওয়ার জন্য পরামর্শ



পরামর্শ ১

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করো।

কমপক্ষে ৮টি অক্ষর এবং অক্ষর (বড় ও ছোট হাতের অক্ষর সহ), সংখ্যা ও চিহ্নের মিশ্রণ ব্যবহার করো।



পরামর্শ ২

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করো।

তোমার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করো।



পরামর্শ ৩

সৃজনশীল হও।

সহজেই অনুমান করা যায় এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করো না, যেমন তোমার ডাকনাম, চকলেট, শুধু স্কুলের নাম, প্রিয় ক্রিকেট টিম, ক্রমানুযায়ী সাজানো নম্বর (যেমন ১২৩৪৫৬) ইত্যাদি। অবশ্যই "পাসওয়ার্ড" শব্দটি ব্যবহার করো না!



পরামর্শ ৪

ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করো না।

পাসওয়ার্ডে ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, ঠিকানা, ইমেল আইডি, ফোন নম্বর, সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর, মায়ের কুমারী বয়সের নাম, জন্মতারিখ, পোষা প্রাণীর নাম ইত্যাদি) বা প্রায়ই ব্যবহার করা হয় এমন শব্দ ব্যবহার করো না।



পরামর্শ ৫

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করো না।

কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তোমার পাসওয়ার্ড জানতে পেরেছেন বলে মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি পরিবর্তন করো।

ইন্টারনেটে সাহসী হও

সতর্ক

অনলাইনে সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ



১ পরামর্শ

সাইট নির্ভরযোগ্য কিনা তা বুঝতে খুব খুঁটিয়ে চেক করো।

কোনও লিঙ্কে ক্লিক করা বা কোনও নতুন সাইটে পাসওয়ার্ড লেখার আগে সাইটের URL তুমি যে প্রোডাক্ট, কোম্পানির নাম বা তথ্য খুঁজছো সেটির সাথে মিলছে কিনা তা চেক করো।

২ পরামর্শ

সুরক্ষিত ওয়েবসাইট দেখো।

ওয়েবসাইটের URL-এর শুরুতে “https://” আছে কিনা এবং এর সামনে একটি সবুজ তালার ছবি আছে কিনা দেখো।

উদাহরণ:

৩ পরামর্শ

প্রতারণায় ভুলো না।

ইমেল বা সাইটে কি এমন কিছু লেখা আছে যেটি অবিশ্বাস্য রকমের ভাল বলে মনে হচ্ছে, যেমন অর্থ উপার্জনের সুযোগ, যা সত্যি হওয়ার পক্ষে খুবই ভাল বলে মনে হচ্ছে। ভুলো মেসেজ বিশ্বাস করবে না।

৪ পরামর্শ

যেকোনও ব্যক্তিরই এই ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে।

অনলাইনে প্রতারণার শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভিভাবক, শিক্ষক বা বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বলো এবং অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করো।

৫ পরামর্শ

নজর দাও! মনে রাখবে যে ডিভাইসে কিছু খারাপ হয়েছে কিনা তা কোনও ওয়েবসাইট বা বিজ্ঞাপন বলতে পারে না!

কিছু প্রতারণা তোমাকে ডিভাইসে কিছু সমস্যা হয়েছে বলে কৌশলে অবাঞ্ছিত সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে বাধ্য করতে পারে।

ইন্টারনেটে সাহসী হও

সদয়

অনলাইনে সদয় হওয়া যায় তার জন্য পরামর্শ



পরামর্শ ১

গোল্ডেন রুল মেনে চলো !

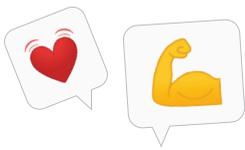
বাস্তবে ও অনলাইনে তোমার সাথে সবাই যেমন আচরণ করুক বলে তুমি চাও তুমি নিজেও অন্যদের সাথে ঠিক সেই রকম ব্যবহার করো। **উদাহরণ:** হয়রানি সম্পর্কে অভিযোগ করো। সাহায্য করতে পারেন এমন কাউকে জানাও, যেমন শিক্ষক, অভিভাবক বা স্কুলের কাউন্সেলর।

পরামর্শ ২

সাহায্যকারী হও !

সাহায্যকারী খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে এবং সদয় ও ইতিবাচকতার পক্ষে লড়াই করে। **উদাহরণ:** হয়রানি সম্পর্কে অভিযোগ করো। সাহায্য করতে পারেন এমন কাউকে জানাও, যেমন শিক্ষক, অভিভাবক বা স্কুলের কাউন্সেলর।

পরামর্শ ৩



নেতিবাচক ইন্টার্যাকশনকে সহজ পদ্ধতিতে ইতিবাচকে পরিণত করো।

উদাহরণ: কেউ অনলাইনে বন্ধু সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু পোস্ট করলে কয়েকজন বন্ধুদের দিয়ে "ভাল" পোস্ট লেখাও - জাকে হেনস্থা করা হচ্ছে তার সম্পর্কে অনেক সদয় মন্তব্য পোস্ট করো (কিন্তু উগ্র আচরণকারীর বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে কিছু বললে চলবে না, কারণ তুমি সকলকে উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছে প্রতিশোধ নিচ্ছে না)

পরামর্শ ৪

কী বলবে এবং কীভাবে বলবে সেগুলি বেছে নেওয়ার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও।

উদাহরণ: বাস্তবে তুমি বলো না এমন কোনও কথা অনলাইনে টাইপ করো না।

পরামর্শ ৫

অনলাইনে সদয় হও।

সদয়

অনলাইনে সাহসিকতা দেখানোর
জন্য পরামর্শ



পরামর্শ ১

নেতিবাচক কিছু দেখতে পেয়েছো? কিছু বলো!

তোমার কিছু দেখে অস্বস্তি বা এর চেয়েও খারাপ কিছু মনে হলে সেই বিষয়ে অভিযোগ জানাও এবং শিক্ষক, প্রিন্সিপাল বা অভিভাবক সহ সাহায্য করতে পারেন এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সাথে আলোচনা করার সাহসিকতা দেখাও।

পরামর্শ ২

আলোচনা করো।

কী করতে হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত না হলে সাহায্য চাওয়াও সাহসিকতার পরিচয়। এটি নিজেকে অথবা অন্য কাউকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা বা ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য তোমাকে সাহায্য করে এবং এটি সাহসী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতো কাজ।

পরামর্শ ৩

অনুপযুক্ত কন্টেন্ট সম্পর্কে অভিযোগ জানাও এবং/অথবা র্কক করো।

অ্যাপ বা সাইটের র্কক এবং/অথবা অভিযোগ জানানোর টুল ব্যবহার করলে ঘটনার সাথে জড়িত লোকজন, তাদের কমিউনিটি ও প্ল্যাটফর্মেরও সুবিধা হয়।

পরামর্শ ৪

প্রমাণ সংগ্রহ করো।

র্কক করা অথবা অভিযোগ জানানোর আগে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলে ভাল হয়, যাতে তোমার কাছে পরিস্থিতির রেকর্ড থাকে।

পরামর্শ ৫

ভয় পেও না !

কোনও অপরিচিত ব্যক্তির থেকে অদ্ভুত মেসেজ পেলে বা মন্তব্য দেখতে পেলে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখাও এবং সেই ব্যক্তিকে র্কক করো বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো।